সূচিপত্র

নির্দেশকসমূহ	পৃষ্ঠা নম্বর
ভূমিকা	০২
ব্যাংকের ধারনা	০৩
ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রকৃতি	০৪
কার্যের ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ	০৬
সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ	০৮
অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব	০৯
উপসংহার	১১

বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দিন দিন এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটছে। প্রতি বছর প্রায় ৭%-এর কাছাকাছি হারে প্রবৃদ্ধি ঘটছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যাংকের সংখ্যা। এখন পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থায় বড় ধরনের কোন বিপর্যয় ঘটেনি। বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য আধুনিক ব্যাংকের কার্যকর ভূমিকা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের জনগণের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হওয়ায় জনগণ সঞ্চয় করতে পারেনা। বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পুরো দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে থাকে। তবে এ নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী হয়ে থাকে। এ ছাড়া, বিশেষ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক **directive** বা আদেশ জারি করে ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্যাংকের পাশাপাশি **Non-bank** আর্থিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোও বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়।

ব্যাংকের ধারনাঃ

ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেটি এক পক্ষের কাছ থেকে আমানত হিসাবে অর্থ জমা রাখে এবং অন্য পক্ষকে আমানতি অর্থ থেকে ঋণ দেয়। আভিধানিক অর্থে, ব্যাংক বলতে লম্বা টুল বা নদীর তীর বা স্তূপীকৃত কোনো বস্তু অথবা ঋণভাণ্ডারকে বুঝায়। তবে প্রায়োগিক অর্থে ব্যাংক বলতে এমন একটি কারবারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাপক অর্থে, ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান **(Financial Intermediary)** যা আমানত গ্রহণ করা, ঋণ দেওয়া এবং ঋণ ও অর্থ সৃষ্টি করা সহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কাজ সম্পন্ন করে।

A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts.

- Cairncross

A bank is an office or institution for the keeping, lending and exchanging of money.

-Chambers

ব্যাংক হলো ধার করা অর্থের ধারক। আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান ছাড়াও ব্যাংক নিরাপদ সংরক্ষক, বিনিময় সংক্রান্ত কাজ অর্থাৎ চেক ড্রাফই প্রভৃতির সাহায্যে লেনদেন সম্পাদনে সহায়তা করে।

EwSvo
An Easiest Approoch to Increase Your Excellence

উপরের সংজ্ঞাগুলোর ভিত্তিতে বলা যায়, ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন ব্যাংক-হিসাব **(Bank Account)**–এর মাধ্যমে কম সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং ঐ অর্থ বেশি সুদে অন্য পক্ষকে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করে।

উদাহরণ ঃ সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, পুবালী ব্যাংক ইত্যাদি।

ঠিক কোন সময় হতে ব্যাংক-এর উৎপত্তি হয়েছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে ধারণা করা হয়, ইতালীয় শব্দ '**Banco**' হতে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি। ইতালীতে '**Banco**' শব্দের অর্থ লম্বা টুল। সেখানে লোম্বার্ডি নামক স্থানে ইহুদী মহাজনেরা লম্বা টুল বা বেঞ্চের উপর বসে টাকা-পয়সা লেনদেন করত।

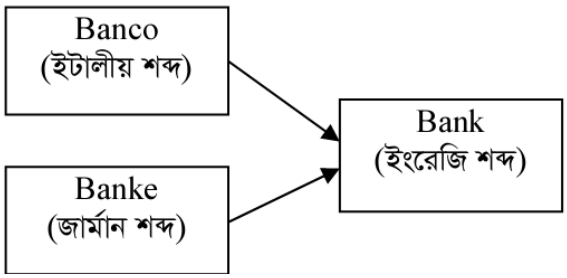

ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রকৃতি ঃ

ব্যাংক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা অর্থের ব্যবসা করে। ব্যাংকের **input** এবং **output** উভয়ই হল অর্থ। তাই অন্যান্য ব্যবসায়ের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য ব্যাংক ব্যবসায়ে উপস্থিত থাকলেও এর কিছু বিশেষ প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য আছে যা ব্যাংকে অন্য ব্যবসা থেকে আলাদা করে। নিচে এ সকল সাধারণ ও বিশেষ প্রকৃতি আলোচনা করা হলো:

১) মালিকানা:

ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এক মালিকানা, অংশীদারী বা যৌথ মুলধনী কোম্পানী হতে পারে। এছাড়াও ব্যাংক সরকারী বা বেসরকারী মালিকানাধীন হতে পারে। বাংলাদেশে সরকারী- বেসরকারী উভয় ধরনের ব্যাংকই আছে এবং বেসরকারী সকল ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

২) কৃত্রিম সত্তা:

যৌথমুলধনী কোম্পানী হিসেবে কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে তা একটি কৃত্রিম আইনগত সত্তা লাভ করে। অর্থাৎ এরকম ব্যাংকের মালিকপক্ষ ও ব্যাংক দুটি পৃথক সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অন্যদিকে একমালিকানা বা অংশীদারী ব্যবসায় হিসেবে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে তা দেশের প্রচলিত ব্যাংক আইন দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়।

৩) আর্থিক স্বচ্ছলতা:

যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায় পরিচালনা করা গেলেও ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করা যায় না। কারণ ব্যাংকের ব্যবসায় হলো অর্থের ব্যবসায়।

৪) নিরাপত্তা:

ব্যাংক জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করে ও সংরক্ষণ করে তাই আমানতকারীদের অর্থের যথাযথ নিরাপত্তা দিতে না পারলে তা জনগণের আস্থা হারায়। তাই ব্যাংক এমন স্থানে অবস্থিত হতে হবে এবং এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে যাতে করে আমানতকারীদের আমানত ও ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদের যথাযথ নিরপত্তা প্রদান করা যায়।

৫) বিশ্বস্ততা:

জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে না পারলে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ কমতে থাকে। আর আমানতের পরিমাণের উপরে ব্যাংকের স্বচ্ছলতা নির্ভর করে। তাই সৎ ও বিশ্বস্ত না হলে ব্যাংকের উপরে মানুষের আস্থা থাকে না এবং ব্যাংক সফলতা অর্জন করতে পারে না।

৬) আমানত গ্রহণ ও ফেরত দান:

ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবে **(Account)** যেমন সঞ্চয়ী, চলতি ও মেয়াদী হিসাবে আমানত গ্রহণ করে এবং আমানতকারীদের দাবী অনুযায়ী তা যথানিয়মে পরিশোধ করে। সাধারণভাবে এটিই ব্যাংকের অন্যতম মূল কাজ। তবে কিছু বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমানত গ্রহণ ও ফেরতদান প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

৭) ঋণ প্রদান:

শুধু আমানত গ্রহণ নয়, আমানত হিসাবে পাওয়া অর্থ অন্য পক্ষকে ঋণ হিসেবে দেওয়াও ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। এজন্য ব্যাংকে ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

৮) মুলধন গঠন:

জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ব্যাংক যে আমানত গ্রহণ করে তার সবটুকু ঋণ হিসাবে বিতরণ না করে এর একটি অংশ ব্যাংক লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত একত্রিত করে একটি বড় অংকের মুলধন তৈরি করে। বিশ্বের সকল দেশেই মুলধন বাজারের অন্যতম সদস্য হিসেবে ব্যাংকগুলো মুলধন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

৯) সেবা প্রদান:

আর্থিক লেনদেন ছাড়াও ব্যাংক বিভিন্ন জনকল্যাণকর ও প্রতিনিধিত্বমূলক কাজের মাধ্যমে মক্কেলদের সেবা প্রদান করে থাকে। যেমন:

- প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা।
- ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ইস্যু করা।
- মক্কেলের পক্ষে চেক ড্রাফট বা যেকোন দাবি আদায়।
- মক্কেলের পক্ষে সিকিউরিটিজ, বন্ড বা সার্টিফিকেট ক্রয়।
- মক্কেলের আয়কর রিটার্ণ তৈরি, দাখিল ও জমাদান সংক্রান্ত কাজ।
- ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে মক্কেলদের পরামর্শ দান।
- মক্কেলের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন পত্র দেওয়া।
- বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মক্কেলের পরিচয়পত্র ইস্যু করা, ইত্যাদি।

১০) গোপনীয়তা রক্ষা:

ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মক্কেলের যাবতীয় তথ্যের সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা। বিশ্বজুড়ে ব্যাংক সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য সরকার বা অন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাংক হতে মক্কেলের আর্থিক তথ্য পাবার অধিকার রাখে। গোপনীয়তা রক্ষার দিক থেকে সুইস ব্যাংকের সুনাম বিশ্বজোড়া। কারণ এ ব্যাংকটি কোন অবস্থাতেই গ্রাহকের গোপনীয়তা ভঙ্গ করে না।

কার্যের ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ ঃ

অর্থনীতিতে নানা রকম কার্যসম্পাদনের জন্য নানা ধরনের ব্যাংক রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কাজের ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ নিচে আলোচনা করা হলো।

১) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঃ

যে ব্যাংক সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, মুদ্রা বাজারের অভিভাবক, অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার এবং সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তথা সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

উদাহরণ ঃ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক।

২) বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ

যে ব্যাংক মুনাফা করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এ জাতীয় ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে কম সুদে আমানত সংগ্রহ করে তার একটি অংশ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অধিক সুদে ঋণ হিসেবে প্রদান করে।

উদাহরণ ঃ ঢাকা ব্যাংক লিঃ, সিটি ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি।

৩) সমবায় ব্যাংক ঃ

দেশের প্রচলিত সমবায় আইন অনুসারে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে সমবায় ব্যাংক বলে। এ জাতীয় ব্যাংক সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে। মুনাফা অর্জন নয় বরং সদস্যদের আর্থিক কল্যাণই এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।

উদাহরণ ঃ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক।

৪) কৃষি ব্যাংক ঃ

দেশের কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য এবং কৃষকদের পরামর্শ প্রদান, ঋণদান, সার ও বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক গঠিত হয়।

উদাহরণ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

৫) শিল্প ব্যাংক ঃ

দেশের শিল্প খাতে পর্যাপ্ত মূলধন যোগান দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য যেসব ব্যাংক গঠিত হয় তাকে শিল্প ব্যাংক বলে।।

উদাহরণ ঃ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক।

৬) বিনিয়োগ ব্যাংক ঃ

দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে।

উদাহরণ ঃ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ **(ICB)** একটি বিনিয়োগ ব্যাংক।

৭) স্কুল ব্যাংক ঃ

স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের সঞ্চয় ও লেনদেন সুবিধাদানের জন্য যে ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে স্কুল ব্যাংক বলে।

উদাহরণ ঃ যুক্তরাষ্ট্রের **School Frist** একটি স্কুল ব্যাংক।

৮) শ্রমিক ব্যাংক ঃ

শ্রমিক শ্রেণির সঞ্চয় ও ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য যে ব্যাংক পরিচালিত হয় তাকে শ্রমিক ব্যাংক বলে।

উদাহরণ ঃ যুক্তরাষ্ট্রের **United Labor Bank** এ জাতীয় ব্যাংক হিসেবে পরিচিত।

৯) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক ঃ

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য যে ব্যাংক গঠিত হয় তাকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক বলে।

উদাহরণ ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক **(BASIC)**।

১০) বন্ধকী ব্যাংক ঃ

বিভিন্ন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে যে ব্যাংক ঋণ দেয় তাকে বন্ধকী ব্যাংক বলে।

উদাহরণ ঃ শিল্প ব্যাংক. গৃহ নির্মাণ ব্যাংক এরূপ ব্যাংকের উদাহরণ।

১১) মিশ্র ব্যাংকঃ

যেসব ব্যাংক একই সাথে বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের কাজ পরিচালনা করে তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে।

উদাহরণ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

১২) গ্রামীন ব্যাংক ঃ

গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে ব্যাংক গঠিত হয় তাকে গ্রামীন ব্যাংক বলে। যেমন- শান্তিতে নোবেল জয়ী বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রামীন ব্যাংক।

১৩) আঞ্চলিক ব্যাংক ঃ

যেসব ব্যাংক কোনো বিশেষ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে আঞ্চলিক ব্যাংক বলে। উদাহরণ ঃ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক **(ADB)** , ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক **(IDB)**।

১৪) আন্তর্জাতিক ব্যাংক ঃ

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক গঠিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বলে।

উদাহরণ ঃ বিশ্ব ব্যাংক **(World Bank)**।

সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ ঃ

গঠপ্রণালীর ভিত্তিতে ব্যাংককে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১) একক ব্যাংক ঃ

একক ব্যাংক শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ধরনের ব্যাংকের কোথাও কোন শাখা থাকে না। বাংলাদেশে একক ব্যাংক নেই।

২) শাখা ব্যাংক ঃ

শাখা ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অধীনে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে একই নামে অনেকগুলো শাখা প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। উদাহরনঃ বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক (বাংলাদেশ ব্যাংক) ব্যতীত সব ব্যাংকই যেমন- সোনালি ব্যাংক, রূপালি ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি 'শাখা ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

৩) চেইন ব্যাংক ঃ

চেইন ব্যাংক ব্যবস্থায় একাধিক ব্যাংক তাদের নিজস্ব মুলধন, কর্মচারী ও স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। চেইন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো, এক জাতীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা কমানো। সাধারণত চেইন ব্যাংকের আওতাধীন ব্যাংকগুলোর পরিচালনা বোর্ডে মালিকানাগত কারণে একই ব্যক্তি বা পরিবারের অংশগ্রহণ দেখা যায়। বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যাংক নেই। তবে কয়েকটি ব্যাংক মিলে সিন্ডিকেট করে কোন শিল্পে ঋণ দিতে পারে।

উদাহরণ ঃ ভারতের লক্ষ্মী বিলাস ব্যাংক

৪) গ্রুপ ব্যাংক ঃ

যখন কোন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেই কতকগুলো ছোট ছোট ব্যাংক গঠন করে অথবা একাধিক ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ার কিনে নিয়ে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন তা গ্রুপ ব্যাংক নামে পরিচিত হয়। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে হোল্ডিংকোম্পানি এবং সদস্য ছোট ব্যাংকগুলোকে সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বলে। অর্থাৎ হোল্ডিং কোম্পানী ও সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর সমন্বয়ে গ্রুপ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদাহরনঃ ভারতের এসবিআই ব্যাংক

৫) মিশ্র ব্যাংক ঃ

মিশ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা একই সংগে প্রদান করা হয়। মিশ্র ব্যাংক জনগণের আমানত গ্রহণ করার পর আবার লাভজনক খাতে বিনিয়োগসহ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করে। বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমে মিশ্র ব্যাংকিং দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্বঃ

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে কয়টি বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল ব্যাংক ব্যবস্থা তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর অনেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নই দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ব্যাংক ব্যবস্থা দেশের কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমাদের দেশ মূলত কৃষি নির্ভর হলেও শিল্পায়ন এদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষি বা শিল্পের যথাযথ উন্নয়ের জন্য চাই এ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগ। বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো এ সকল খাতে ব্যাপক বিনিয়োগসহ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। নিচে এরকম কিছু বিশেষ ভূমিকা আলোচনা করা হলোঃ

১. সঞ্চয় সংগ্রহ, মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ:

ব্যাংকগুলো বিভিন্নভাবে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে বড় ধরনের মুলধন গঠন করে এবং তা কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশেষায়িত ব্যাংকের পাশাপাশি বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও এই দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২. ঋণ প্রদান:

ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বড় ব্যবসায়ীদের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করে।

৩. **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি:** ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে আর্থিক বিনিময়কে সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত করায় খুব সহজেই দেশ থেকে দেশে অল্প সময়ে ব্যবসায়ীক দেনা পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। যেমন চেক, পে-অর্ডার, ড্রাফ্ট্ ইত্যাদি অর্থের মতোই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪. ব্যাংকের বিশেষায়ণ:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত ব্যাংক বহুমুখী বিশেষায়িত সেবা দিয়ে থাকে। যেমন কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক সহজ শর্তে শিল্প ঋণ দিয়ে থাকে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদেরকে স্বল্পকালীন বাণিজ্যিক ঋণ দিয়ে থাকে।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ:

বাংলাদেশের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিভিন্ন ব্যাংক নানাবিধ সহযোগিতা প্রদান করে থাকে যেমনঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান, আন্তর্জাতিক দেনা পাওনা পরিশোধে সহযোগিতা করা, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ও বৈদেশিক বাজার বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান। এক্ষেত্রে **EXIM Bank** একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর **Foreign Exchange Division** এ জাতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৬. অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা:

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা এক স্থান থেকে অন্য নিরাপদে ও দ্রুত তম সময়ে অর্থ-স্থানান্তরের মাধ্যমে লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্য সহজতর করেছে।

৭. কৃষি উন্নয়ন:

ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক কৃষকদের বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিশেষায়িত।

৮. শিল্প উন্নয়ন:

বাংলাদেশের শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও ঋণ দানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক উল্লেখযোগ্য।

৯. বেকার সমস্যার সমাধান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারের ফলে এবং বিভিন্ন খাতে ব্যাংকের বিনিয়োগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০. জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন:

ব্যাংক বিনিময় বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। যা মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে দেয় এবং জীবন যাত্রার মান বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া ভোগ্য পণ্যের জন্য ঋণ সহায়তা দিয়ে ব্যাংক মানুষের জীবন মান উন্নয়নে সহায়তা করে।

সবশেষে বলা যায় বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা আকস্মিক কোন পরিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেনি। হাজার হাজার বৎসরের ক্রম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্যাংক বর্তমান উন্নতর পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং ভবিষ্যতেও এর উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তবে একথা সত্য যে, সেই আদিকালের ব্যাংক ব্যবস্থা এবং বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে আকারে **(Size)**ও প্রকারে **(Type)**ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও নীতি, প্রকৃতি ও কার্যের মধ্যে তেমন বিশেষ পরিবর্তন আজও ঘটেনি। অন্যদিকে, সামাজিক কার্যক্রম হিসেবে ব্যাংক অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখে মানব সভ্যতাকে দ্রুত সম্প্রসারিত হতে সাহায্য করছে।বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নতির পাশাপাশি সামগ্রীক অর্থনীতি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।